আজকাল ৩
কলকাতা মঙ্গলবার ১৪ মার্চ ২০১৭

নিজের জমিতে মুরুটিয়ার কৃষক নফরউদ্দিন শেখ। ছবি: রমণী বিশ্বাস

৪ বিঘা জমিতে ৭ রকম ধানের চাষ করিমপুরের নফরউদ্দিনের

অমিতাভ বিশ্বাস

করিমপুর, ১৩ মার্চ

একসঙ্গে সাত রকম ধান ফলিয়ে এলাকায় সাড়া ফেলে দিয়েছেন নদীয়ার মুরুটিয়ার কৃষক নফরউদ্দিন শেখ। মাত্র চার বিঘা জমি। আর এই জমিতে সাত রকমের ধানের চাষ করেছেন তিনি। স্থানীয় কৃষি মেলায় প্রদর্শনী হয়েছে তাঁর ধানের। সেখানে অনেকেই প্রশংসা করেছেন।

নফরউদ্দিন বলেন, ছোট থেকে চাষাবাদ করি। নতুন নতুন চাষের ইচ্ছে তখন থেকে। নিজের জমি বলতে তখন কিছুই ছিল না। এখন নিজের প্রায় বিঘে চারেক জমি। তাতে আবাদ করি। সেই জমিতে স্বাভাবিক ফসল ছেড়ে অন্যান্য চাষের চেষ্টা করি। এ বছর ফুলিয়া খামার থেকে চিনি আতব, রামজিরা, নাগাল্যান্ড রাইস, বাইগণ, চমৎকার, কেরালা সুন্দরী ও নবীন— এই সাত রকম দেশি ধানের বীজ এনে চাষ করে বিঘাপ্রতি কুড়ি মন করে ধান পেয়েছি। দুই শতক জমিতে চিনি আতব ও রামজিরা, পাঁচ শতক জমিতে নাগাল্যান্ড রাইস, বাইগণ, চমৎকার ও বাকি জমিতে কেরালা সুন্দরী ও নবীন ধান চাষ করেছি। সেই ধানের বীজ মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ ও বিভিন্ন জেলার চাষীরা এসে নিয়ে গেছেন। এবারও নানা জায়গা থেকে চাষীরা এসে ওই ধানের বীজ নিয়ে গিয়েছেন।

করিমপুর ফারমার্স সঙ্ঘের অধীন গান্ধিনা ফারমার্স ক্লাবের মুখ্য সংযোগকারী নফরউদ্দিন শেখ বলেন, ছোটবেলায় স্কুলে যেতে পারিনি অভাবের কারণে। খুব কম বয়স থেকে মাঠে চাষ করি। প্রথম থেকেই একটু নতুনত্ব চাষের ইচ্ছে রয়েছে। বছর দুই আগেও নবীন ও কেরালা সুন্দরী চাষ করছিলাম। তবে বাইরে থেকে নতুন প্রজাতির ধানের বীজ এনে একসঙ্গে সাত রকম ধানের চাষ এই প্রথম করলাম। ধানের ফলন হয়েছে বিঘাপ্রতি প্রায় কুড়ি মণ।' নদীয়া জেলার সহকৃষি আধিকারিক (শস্য সুরক্ষা) প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, নিরক্ষর চাষীর চাষের কাজে এমন উদ্যোগ অন্য চাষীদের উৎসাহিত করবে। ওঁর মতো সফল চাষীকে আমরা সাহায্য করব।